বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
টরন্টো, কানাডা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৫ আগস্ট ২০২৩, টরন্টো

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, টরন্টোতে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। কনসাল জেনারেল কর্তৃক সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।এরপর দুপুর ১২ টায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, বাংলাদেশ ও কানাডার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে নিহত সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বানী পাঠ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন,আদর্শ ও অবদান এর উপর প্রামান্য চিত্র ও বক্তব্য উপস্থাপন এবং বিশেষ মোনাজাত।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং কনস্যুলেটের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ জাতির পিতার দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙ্গালী জাতির অর্জিত মহান স্বাধীনতা এবং সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

কনসাল জেনারেল জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের কালরাত্রিতে নির্মমভাবে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।তিনি বলেন,বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্বাধীনতার রুপকার বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন।জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পেয়েছে মহান স্বাধীনতা।বঙ্গবন্ধু মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধিকারের প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করেন।তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছরে ১১৬ টি দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘসহ ২৭ টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রি মহল তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত স্বাধীনতা বিরোধী চক্র হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে।বর্তমানে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।বাংলাদেশের উন্নয়নের এই গতিধারা অব্যাহত রাখতে শোককে শক্তিতে পরিণত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সকলকে একসাথে কাজ করার আহবান জানান।

সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টে নিহত সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

Consulate General of Bangladesh
Toronto